

## যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৬৭০

১/ বিবিধ

আরবী

لواستقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول الأغنياء فقسمتها على فقراء  
المهاجرين  
لا أصل له مرفوعا

وإنما روي عن عمر، فقال ابن حزم في " المحلى " ( 6 / 158 ) " وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه  
: فذكره، وقال ابن حزم: وهذا إسناد في غاية الصحة والجلالة  
وأقول: كلا فإن من شروط الإسناد الصحيح أن يخلو من علة قاذحة. وهذا ليس كذلك، فإن حبيب بن أبي ثابت على جلالة قدره قال الحافظ في ترجمته من " التقريب " : " كان كثير الإرسال والتدليس ! " وأورده في طبقات المدلسين " في الطبقة الثالثة وهي في " من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسمع ... " فقال (ص 12) : تابعي مشهور يكثر التدليس، وصفه بذلك ابن خزيمة والدارقطني وغيرهما، ونقل أبو بكر بن عياش عن الأعمش عنه أنه كان يقول: " لو أن رجلا حدثني عنك، ما باليت أن رويته عنك ". يعني وأسقطه من الوسط ". فمثله لا يحتج بروايته، إلا إذا صرح بالتحديث. وهو في هذه الرواية قد عنعن فهي مردودة

বাংলা

৬৭০। আমি যা পিছনে ছেড়ে এসেছি তা যদি আগে জানতাম, তাহলে অবশ্যই আমি ধনবানদের অতিরিক্ত সম্পদ গ্রহণ করতাম। অতঃপর তা মুহাজির দরিদ্রদের উপর বণ্টন করে দিতাম।

হাদীছটির মারফু হিসাবে কোন ভিত্তি নেই।

উমার (রাঃ) হতে এটি বর্ণনা করা হয়ে থাকে। ইবনু হাযম "আল-মুহাল্লা" (৬/১৫৮) গ্রন্থে বলেনঃ আমাদের নিকট হাদীছটি বর্ণনা করা হয়েছে আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী সূত্রে তিনি সুফিয়ান আস-ছাওরী হতে তিনি হাবীব ইবনু আবী ছাবেত হতে তিনি আবু ওয়ায়েল শাকীক ইবনু মাসলামা হতে ... বর্ণনা করেছেন। তঃপর ইবনু হাযম বলেনঃ এ সনদটি শেষ পর্যায়ের সহীহ।

আমি (আলবানী) বলছিঃ কখনও নয়। কারণ সনদ সহীহ হওয়ার শর্ত হচ্ছে দূষণীয় কারণ হতে মুক্ত থাকা। অথচ এটি সেরূপ নয়। কারণ হাবীব ইবনু আবী ছাবেত সম্মানিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেনঃ তিনি বহু মুরসাল এবং তাদলীসকারী। তিনি তাকে "তাবাকতুল মুদাল্লিসীন" গ্রন্থে তৃতীয় স্তরে উল্লেখ করেছেন। এই স্তরে তাদেরকেই উল্লেখ করা হয়েছে যাদের তাদলীস বেশী হওয়ার কারণে ইমামগণ তাদের হাদীছগুলোকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেননি। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের স্পষ্ট শবণ সাব্যস্ত না হয়েছে। তিনি (পৃঃ ১২)-তে বলেন । তিনি প্রসিদ্ধ তাবেঈ, বেশী বেশী তাদলীস করতেন। ইবনু খুযায়মাহ, দারাকুতনী ও অন্য বিদ্বানগণ তাকে এ দোষে দোষী করেছেন। আন আন করে বর্ণনা করলে তার হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71549>

📌 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন